কালের কণ্ঠ

তারিখ 01 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

চাইল্ড পার্লামেন্টে শিক্ষামন্ত্রী

উপকূলীয় ও পাহাড়ি প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলে হোস্টেল করা হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

উপকূলীয় ও পাহাড়ি প্রত্যন্ত এলাকায় প্রতিটি স্কুলে একটি করে হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। ওই সব এলাকার শিক্ষার্থীদের অনেক দূর থেকে স্কুলে যেতে হয়। তারা ভালোভাবে পড়াশোনার সুযোগ পায় না। তাদের পড়াশোনা যাতে ভালো হয় তার জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানের স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে চাইল্ড পার্লামেন্ট অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা জানান তিনি। সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশ, প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এ আয়োজন করে। এটি ১৩তম অধিবেশন।

যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টয়লেট নেই সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ভালো মানের শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু পরিবেশ খুব জরুরি। টয়লেট ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিবেশের প্রধান উপাদান।'

নাহিদ বলেন, নতুন প্রজন্মের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও নেতৃত্বের বিকাশের জন্য প্রত্যক্ষ ভোটে 'স্টুডেন্টস কেবিনেট' গঠন করা হয়েছে। এর কাজ হচ্ছে শিক্ষকদের সাহায্য করা, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর রাখা। এসব কাজ করতে না পারলে তাদের নেতৃত্বে থাকার দরকার নেই। শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়োনিষ্কাশন, নিরাপত্তা, মাদক নির্মূল প্রভৃতি কাজে স্টুডেন্টস কেবিনেটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিশু হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে সরকার

একই অনুষ্ঠানে শিশু হত্যার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে বলে জানান জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া। তিনি বলেন, শিশুরা ফুলের মতোই পবিত্র। যেসব পাষণ্ড তাদের হত্যা করে, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, বাজেটে শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ রাখা হবে। তাদের জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের কাজ করছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে।

চাইল্ড পার্লামেন্টের স্পিকার হাসান মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের শিশুদের কথা শিশুদের মাধ্যমে আইন প্রণেতাদের কাছে তুলে ধরার জন্যই চাইল্ড পার্লামেন্ট। এক যুগের বেশি সময় ধরে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে কাজ করছে চাইল্ড পার্লামেন্ট।

সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত চলে অধিবেশন। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা হয়। প্রতি জেলা থেকে একজন এবং ২০টি বিশেষ অঞ্চল (চরাঞ্চল, পাহাড়ি অঞ্চল, চা-বাগান প্রভৃতি) থেকে একজন করে মোট ৮৬ জন অধিবেশনে যোগ দেয়।